

# আমেরিকার জন্ম ভবিষ্যৎ এবং ১৮ জুলাই, ২০২০ - নম্বর তনি

ধন্য সেই চোখ যা দেখে, এবং ধন্য সেই কান যা শোনে

Jeff Pippenger  
2023-08-25

সংস্কারমূলক আন্দোলনের ধারাসমূহ প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের 'সাতটি বিজ্ঞানধর্মী বোঝার একটি মূল চাবিকাঠি' 'সাতটি বিজ্ঞানধর্মী' ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের মহা হতাশা পর্যন্ত প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার ক্রমতায়নের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। এই বোঝাপড়াকে সমর্থন করার জন্ম দশম অধ্যায়টি অধ্যায়ের মধ্যই তনিটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রদান করে।

"১৮৪০-৪৪ সালের অ্যাডভেন্ট আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক গৌরবময় প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর প্রতটি মিশিন স্টেশনে, এবং কিছু দেশে ধর্মীয় আগ্রহ এমন শিখরে পৌঁছেছিল, যা ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের পর থেকে কোনো দেশে দেখা যায়নি; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবার্তার অধীনে যে মহাশক্তিশালী আন্দোলন হবে, তা এগুলোকে অতিক্রম করবে।" দ্য গ্রুটে কনট্রোলার্স, ৬১১।

প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাটি ১৮৪০ সাল থেকে বিশ্ব পৌঁছে দেওয়া হতে থাকে। উরুগুয়ায় স্মিথ সিস্টার হোয়াইটের সঙ্গ সঙ্গতি রেখে অগ্রদূতদের উপলব্ধি প্রকাশ করেন। স্মিথ স্বীকার করেন যে প্রথম স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে আগমন করছিলেন এবং দেখেন যে ১৮৪০ সালে যে স্বর্গদূত নেমে এসেছিলেন, তিনিই ছিলেন প্রথম স্বর্গদূত। স্মিথ ও অগ্রদূতের কবল কোনো বার্তার আগমন এবং তার ক্রমতায়নের মধ্য পার্থক্যটি খয়ল করেননি। স্মিথ স্পষ্টভাবে বলেন, প্রকাশিত বাক্য ১০-এর স্বর্গদূত যখন এক পা সাগরে এবং আরেক পা স্থলে রাখলেন, তখন তা সেই বার্তাটিকেই চিহ্নিত করল যা বিশ্ব পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল।

সুতরাং ১৭৯৮ সালে খ্রিষ্টের দিন নকিটবর্তী বলে ঘোষণা করার উপর যে নিষিদ্ধোজ্ঞা ছিল তা বলিপ্ত হয়; ১৭৯৮ সালেই শেষকালের সময় শুরু হয়, এবং ছোট বইটির উপর থেকে সীলমোহর খোলা হয়। সেই সময় থেকে প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর স্বর্গদূত বেরিয়ে গিয়ে ঘোষণা করছে যে ঈশ্বরের বচারের সময় এসে গেছে; এবং সেই সময় থেকেই দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূতও সমুদ্র ও স্থলে উপর দাঁড়িয়ে অবস্থান নিয়েছে, এবং শপথ করেছে যে সময় আর থাকবে না। তাদের অভিনীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না; এবং যসেব যুক্তি একজনকে নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো অন্যজনের ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর। এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তি বিরতমান প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেছে—এ কথা দেখাতে এখানে আমাদের কোনো যুক্তিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। খ্রিষ্টের আগমন-সংবাদ প্রচারে, বিশেষত ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্য, তাদের পূর্ণ ও বসিতারতি পরিপূর্তি শুরু হয়। এই স্বর্গদূতের অবস্থান—এক পা সমুদ্রে এবং অন্য পা স্থলে—তার ঘোষণার সমুদ্রপথে ও স্থলপথে বসিতৃত ব্যাপ্তি নির্দেশ করে। এই বার্তাটি যদি কেবল একটি দেশের জন্ম নির্ধারণিত হতো, তবে স্বর্গদূতের কেবল স্থলে অবস্থান নেওয়াই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তাঁর এক পা সমুদ্রে; এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি

যে তাঁর বার্তা মহাসাগর অতিক্রম করে পৃথিবীর নানান জাত ও অঞ্চলে বসিত হব; এবং উপরে উললখেতি আগমন-প্রকাশ যে পৃথিবীর প্রত্যকে মশিনার কিনেদ্র পোঁছেছিলি—এই সত্যে সেই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। এ বিষয়ে অধ্যায় ১৪-এ আরও আলোচনা রয়েছে। Uriah Smith, দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য সম্পর্কে ভাবনা, ৫২১।

অতএব, দশম অধ্যায়ের প্রথম পদ ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্টকে চহিনতি করছে, কারণ সেই সময়ে ভবষিযদ্বাণীমতে অটোমান সর্বাধিপিত্যরে সমাপ্তি ঘটছিলি, যা প্রকাশতি বাক্য নবম অধ্যায়ের ভবষিযদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গতপূর্ণ। সিস্টার হোয়াইট বলেন:

"১৮৪০ সালে ভবষিযদ্বাণীর আরকেটি আশ্চর্যজনক পরিপূর্ণতা ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপতি করছিলি। তার দুই বছর আগে, যোশিয়া লিচি, যিনি দ্বিতীয় আগমন প্রচারকারী শীর্ষস্থানীয় ধর্মপ্রচারকদের একজন, 'প্রকাশতি বাক্য' গ্রন্থরে ৯ অধ্যায়ের একটা ব্যাখ্যা প্রকাশ করছিলেন, যখনে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ভবষিযদ্বাণী করা হয়েছিলি। তার গণনা অনুযায়ী, এই শক্তি উৎখাত হওয়ার কথা ছিলি ... ১৮৪০ সালরে ১১ই আগস্টে, যখন কনস্টান্টিনোপলে ওসমানীয় ক্ষমতা ভেঙে পড়বে বলে আশা করা যতে পারে। এবং এটি, আমি বিশ্বাস করি, ঠিকি তাই প্রমাণতি হবে।"

যে সময়টি নিরিদষিট করা হয়েছিলি, ঠিকি সেই সময়ই তুরস্ক তার রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে ইউরোপেরে মতিরশক্তিসমূহেরে সুরক্ষা গ্রহণ করল এবং এইভাবে নিজেকে খ্রিস্টান জাতিসমূহেরে নিয়ন্ত্রণেরে অধীনে সমর্পণ করল। এই ঘটনাটি ভবষিযদ্বাণীকে হুবহু পূর্ণ করছিলি। যখন তা জানা গলে, অসংখ্য মানুষ মলির ও তাঁর সহযোগীরা যে ভবষিযদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিসমূহ গ্রহণ করছিলেন, সেগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিতি হলো, এবং অ্যাডভেন্ট আন্দোলনে এক আশ্চর্য গতি সঞ্চারতি হলো। শক্তি ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মলিরেরে সঙ্গে যুক্ত হলেন—তাঁর মতামত প্রচার ও প্রকাশ উভয়ক্ষেত্রেই—এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালরে মধ্যে কাজটি দ্রুত বিস্তার লাভ করল। মহা বতিরক, ৩৩৪, ৩৩৫।

দশম অধ্যায়ের প্রথম পদ ১৮৪০ সালকে নিরিদশে করে, এবং দশম পদে আমরা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ জনকে তীব্র হতাশায় দেখতে পাই। জন সেই সকলেরে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যারা ক্রুদের পুস্তকির বার্তা বিশ্ববে পোঁছে দয়িছিলেন, অথচ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তীব্র হতাশার মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রথম পদ থেকে দশম পদ পর্যন্ত ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালরে ইতিহাস উপস্থাপন করে। এটি দশম অধ্যায়ের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য।

অন্য সাক্ষী হলেন জন; তিনি ছোট্ট বইটি খান, এবং তা তাঁর মুখে মষিটি লাগে—এটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর বার্তাটি তিনি গ্রহণ করছিলেন, সেই কথাই বোঝায়; কনিতু ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর মহা হতাশার সময় তা তাঁর পটে তকিত হয়ে গলে।

আর আমি স্বর্গদূতেরে হাত থেকে সেই ছোট বইটি নিয়ে তা খয়ে ফলেলাম; এবং তা আমার মুখে মধুর মতো মষিটি ছিলি: এবং আমি তা খয়ে ফলেতই, আমার পটে তকিত হয়ে গলে। প্রকাশতি বাক্য ১০:১০।

দশম পদটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালরে ইতিহাসকেই এক পদে উপস্থাপন করে। এটি অধ্যায়ের ভেতরে দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য যে 'সাত বজ্র' ঐ ইতিহাসকেই প্রতিনিধিত্ব করে। সিস্টার হোয়াইট ইতিমধ্যেই নিরিদশে করছেন যে 'সাত বজ্র' প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে বার্তার অধীনে সংঘটিতি ঘটনাবলির একটা রূপরখাকে প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে

বার্তা মহা হতাশায় এসে সমাপ্ত হয়েছিল, অতএব 'সাত বজুর' ঠিকি সেই ইতিহাসকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই সত্যকে সমর্থন করে জন্ম তিনটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য রয়েছে যে ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর মাহা হতাশা পরবর্ত্তে ইতিহাসই প্রকাশিত বাক্য পুস্তককে দশম অধ্যায়ে গুরুত্বারোপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস।

অতঃপর শেষে পদে, 'সাতটি বজুরধ্বনি' সম্পর্কিত সত্যের সঙ্গে সঙ্গত রয়েছে, বার্তা উপস্থাপনের জন্ম একটি আদেশে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে সেই একই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যিক।

তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে আবার বহু জনগোষ্ঠী, বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু রাজার সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে। প্রকাশিত বাক্য ১০:১১।

সাত বজুরধ্বনি চিহ্নিত করছে যে অ্যাডভেন্টবাদের সূচনা—যে সূচনা ঘটছিল যখন "শেষ সময়ে" উন্মুক্ত হওয়া বার্তাটি ক্রমতায়িত হয়েছিল—তা অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তিকে চিত্রিত করবে, যখন ১৯৮৯ সালে উন্মুক্ত হওয়া বার্তাটি অবতরণ দ্বারা ক্রমতায়িত হবে; তবে সে অবতরণ প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে স্বর্গদূতের নয়, বরং প্রকাশিত বাক্যের আঠারোতম অধ্যায়ে অবতরণকারী স্বর্গদূতের। প্রকাশিত বাক্যের আঠারোতম অধ্যায়ে স্বর্গদূত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ অবতরণ করছিল এবং আমরা এখন ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছি।

দশম অধ্যায়ে এই পর্যবেক্ষণগুলো বহু বছর ধরে সার্বজনীন ডোমহেনে রয়েছে। যা সম্পূর্ণত পরবর্ত্ত স্বীকৃত ছিল না তা হলো, সেই পবিত্র ইতিহাসের ভেতরেই আরেকটি পবিত্র ইতিহাস নহিত রয়েছে। এই ইতিহাস কেবল তাদের দ্বারাই স্বীকৃত হবে, যারা আলফা ও ওমেগা নীতি গ্রহণ করে, যা কোনো কছির শেষে তার শুরুর সঙ্গে মিলিয়ে চিহ্নিত করে। পবিত্র ইতিহাসের মধ্যে নহিত সেই ইতিহাসটি এক হতাশা দিয়ে শুরু হয় এবং মহা হতাশা দিয়ে শেষ হয়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসের মধ্যে থাকা, তবে তার থেকে ভিন্ন, এক বিশেষ ইতিহাসের ধারা। সিস্টার হোয়াইট এবং খ্রিস্ট উভয়েই ইতিহাসের এই ধারাটিকে উল্লেখ করেছেন।

১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে দেওয়া সকল বার্তা এখন জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কারণ অনেকেই দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এসব বার্তা সব গরিজায় পৌঁছাতে হবে।

খ্রিস্ট বললেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বহু নবী ও ধার্মিক লোকেরা তোমরা যে বিষয়গুলো দেখে, সেগুলো দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু দেখেননি; আর তোমরা যে বিষয়গুলো শোনে, সেগুলো শুনতে, কিন্তু শোনেননি' [Matt. 13:16, 17]. ধন্য সেই চোখগুলো, যেগুলো ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে দেখা বিষয়গুলো দেখেছিল।

"বার্তাটি দেওয়া হয়েছিল। আর বার্তাটি পুনরায় ঘোষণা করতে কোনো বলিম্ব করা উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পূর্ণতা লাভ করছে; সমাপনী কাজটি সম্পন্ন করতেই হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের ন্যিকততি শীঘ্রই এমন এক বার্তা দেওয়া হবে, যা ক্রমে বৃদ্ধি পিয়ে এক প্রবল আহ্বানে পরিণত হবে। তারপর দানয়িলে তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ম নিজ অংশে দাঁড়াবে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ২১, ৪৩৭।



তাঁকে তা করা থেকে বরিত রাখনে, যতক্ষণ না প্রভু তাঁর কপালে কুষ্ঠরোগ দ্বি়ে আঘাত করনে। রাষ্ট্রীয় ক্ৰমতার সঙ্গে গরিজার ক্ৰমতাকে একতর করতে চাওয়ার জন্ব তনি পিশুর চহ্ন গ্রহণ করছেলিনে। তনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যাননি; তাঁকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করে অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়, এবং কচ্ছি সময়রে ব্যবধানে তনি শিষে পরযন্ত ১১ সপ্টেম্বর, ২০০১-এ মারা যান। খ্রিস্টরে সময়কার ইহুদি গরিজার মতোই অ্যাডভেন্টিস্ট গরিজা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পততি হয়। কনিতু ১১ সপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যে অ্যাডভেন্টিজিম ইতিমধ্যেই দানয়িলেরে এগারো অধ্যায়রে শেষে ছয় পদরে বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করছেলি, সটে যুক্তরাষ্ট্ররে প্রোটস্ট্যান্ট শিং হিসিবে সমাপ্তি পায়, এবং তখন ইশাইয়া যাদরে প্রতিনিধিত্ব করছেলিনে, তাদরে প্রকাশতি বাক্য আঠারো অধ্যায়রে প্রথম কণ্ঠস্বররে দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত বার্তাটি গ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়।

আর আজরিয়া যাজক তাকে অনুসরণ করে ভিতরে গেলনে, এবং তাঁর সঙ্গে ছিলনে প্রভুর আশি জন পরাক্রমশালী যাজক। তারা রাজা উজ্জয়িয়ার বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালনে এবং তাঁকে বললনে, "উজ্জয়িয়া, প্রভুর কাছে ধূপ জ্বালানো তোমার কাজ নয়; এটি ধূপ জ্বালানোর জন্ব অভিষিক্ত হারুনরে পুত্র যাজকদরে কাজ। পবিত্রস্থান থেকে বেরিয়ে যাও; কারণ তুমি অপরাধ করছে; এবং এতে প্রভু ঈশ্বররে পক্ষ থেকে তোমার কোনো সম্মান হবে না।" তখন উজ্জয়িয়া করুদ্ধ হলনে, আর ধূপ জ্বালানোর জন্ব তাঁর হাতে ছিল ধূপদান; এবং তনি যখন যাজকদরে উপর করুদ্ধ ছিলনে, তখন প্রভুর ঘরে ধূপবদীর পাশে উপস্থতি যাজকদরে সামনে তাঁর কপালে কুষ্ঠ দেখা দলি। মহাযাজক আজরিয়া ও সব যাজক তাঁকে দেখলনে—দেখো, তাঁর কপালে কুষ্ঠ হয়েছে—তখন তারা তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দলিনে; এবং তনি নিজিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলনে, কারণ প্রভু তাঁকে আঘাত করছেলিনে। আর রাজা উজ্জয়িয়া তাঁর মৃত্যুর দিন পরযন্ত কুষ্ঠরোগী ছিলনে, এবং কুষ্ঠরোগী অবস্থায় তনি একটা পৃথক ঘরে বাস করতনে; কারণ তনি প্রভুর ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলনে। আর তাঁর পুত্র যোথাম রাজপুরাসাদরে উপর কর্তৃত্ব করতনে এবং দেশরে প্রজাদরে বিচার করতনে। ২ বংশাবলি ২৬:১৭-২১।

এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে ২০০১ সালরে ১১ সপ্টেম্বর সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ থেকে প্রোটস্ট্যান্টবাদরে শিংটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলি, কারণ শেষে দিনে প্রকাশতি বাক্যরে বার্তার সীল খোলার সঙ্গে জড়তি তনিটি প্রধান উপাদান রয়েছে। একটা হিলো প্রজাতন্ত্রবাদরে শিং এবং প্রোটস্ট্যান্টবাদরে শিংয়ের সমান্তরাল ইতিহাস। আরকেটি যিে বিষয়টি স্বীকার করতে হবে তা হলো সাতটা গরিজার গুরুত্ব, এবং অবশ্যই তৃতীয়টি হিলো "সাতটা বিজরধ্বনি"। এই তনিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদান মলি যে বার্তাটি উনমোচতি হচ্ছে, তা গঠতি, এবং এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে যমেন খ্রিস্টরে সময়ে ইহুদি গরিজাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিলি, তমেনি "শেষে দিনে" অ্যাডভেন্টবাদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

যশাইয় নজি সময়ে ঈশ্বররে অবশ্বিস্ত নরিবাচতি জনগণরে কাছে বার্তা পৌঁছে দতি স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসনে, আর যীশুও তাঁর সময়ে একই পরিস্থতি সমবোধন করতে একই কথাগুলো ব্যবহার করনে। চুক্তবিদ্ধ নরিবাচতি জাতকি পাশ কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তারা "শুনতে" ও সুস্থ হতে অস্বীকার করছে।

তনি বললনে, যাও, এই জাতকি বলে: 'তোমরা শুনও বোঝো না; দেখও অনুধাবন করো না।' এই জাতরি হৃদয়কে স্থূল করো, তাদরে কান ভারী করো, তাদরে চোখ বন্ধ করো; যনে তারা চোখ দ্বি়ে না দেখে, কান দ্বি়ে না শোনে, হৃদয় দ্বি়ে না বোঝে, এবং ফরিে না আসে ও আরোগ্য না পায়। ইশাইয়া ৬:৯-১০।

ইশাইয়া য়ে কাজ্জটা গ্ৰহণ করনে, সটেইই সইে কাজ্জ যা য়োহন ও ইজকেযিলে গ্ৰহণ করছেলিনে, যখন তারা ছোট বইটা খিয়ে নযিছেলিনে। তাঁরা তরিস্কাররে বারতা নযি়ে যান চুক্‌তরি নরিবাচতি জনগণরে কাছে, যাদরে প্ৰভু তাঁর মুখ থেকে উগরে দচিছনে। নবী ও ধার্মকিরো যা দখেতে আকাঙ্ক্ষা করছেলিনে সইে ইতহিসরে প্ৰতযীশু দ্বতীয়বার য়ে উল্লেখে করছেন, তা লুক লপিবিদ্ধ করছেন।

হে কফরনাহুম, তুমি য়ে স্বব্ৰগ প্ৰযন্ত উন্নীত হযছে, তুমি নরকে নকিষপিত হবো। য়ে তোমাদরে শোনে, সে আমাকে শোনে; আর য়ে তোমাদরে তুচ্ছ করে, সে আমাকে তুচ্ছ করে; এবং য়ে আমাকে তুচ্ছ করে, সে তাঁকেই তুচ্ছ করে, যনি আমাকে পাঠযিছেনে। আর সত্‌তরজন আনন্দে ফরি়ে এসে বলল, প্ৰভু, আপনার নামরে দ্বারা এমনকি দুষ্টি আত্মারাও আমাদরে অধীন হয। তনি তাঁদরে বললনে, আমি শিয়তানকে বদ্যুতরে মতো স্বব্ৰগ থেকে পততি হতে দখেছি। দখেো, আমি তোমাদরে সাপ ও বচিছুকে পদদলতি করার এবং শতবুর সমস্ত শক্‌তরি উপর কর্তৃত্ব দচিছি; এবং কোনো কচিই কোনোভাবেই তোমাদরে ক্‌ষতকিরতে পারবো না। তবু এতে আনন্দ করো না য়ে আত্মারা তোমাদরে অধীন হয; বরং আনন্দ করো, কারণ তোমাদরে নাম স্বব্ৰগে লখো আছে। সে সময় যীশু আত্মায় আনন্দতি হযে বললনে, হে পতি, স্বব্ৰগ ও পৃথবীর প্ৰভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই য়ে তুমি এই বযিযগুলো জুএগনী ও বুদ্ধমিনদরে কাছ থেকে আড়াল করছে, আর শশিদরে কাছে প্ৰকাশ করছে; হ্যাঁ, পতি, কারণ এটাই তোমার দুষ্টিতে ভালো মনে হযছে। আমার পতি আমাকে সমস্ত কচি অর্পণ করছেন; এবং পতি ছাড়া পুত্‌র কে তা কটে জানে না; আর পুত্‌র ছাড়া পতি কে তা কটে জানে না; এবং যাঁর কাছে পুত্‌র পতিকে প্ৰকাশ করতে চান, সইে ব্‌যক্‌তরি কাছে তনি প্ৰকাশতি হন। তারপর তনি শিষ্যদরে দকি়ে ফরি়ে একান্তে বললনে, ধন্য সইে চোখগুলি, যা তোমরা যা দখেছ তা দখে। কারণ আমি তোমাদরে বলছি, অনকে নবী ও রাজা যা তোমরা দখেছ তা দখেতে আকাঙ্ক্ষা করছেলিনে, তবু দখেননা; এবং যা তোমরা শুনছ তা শুনতে চয়েছেলিনে, তবু শোনেননা। লুক ১০:১৫-২৪।

আবারও, য়ে আশীরবাদরে প্ৰসঙগটি সইে সকলরে সঙগে যুক্‌ত, যাদরে ধার্মকিরো দখেতে আকাঙ্ক্ষা করছেলিনে এমন বযিয দখোর সৌভাগ্য হযছে, তা এমন এক চুক্‌তরি নরিবাচতি জাতকি়ে কেন্দ্র করে, যাদরে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচছে এবং যারা 'শুনতে' অনচিছুক। সসিটার হোয়াইট খ্ৰিস্টিরে কাফরনাউমরে প্ৰতযিনিদার কথা উল্লেখে করনে, যা মহান আলোর প্ৰতযাখ্যানরে প্ৰতীক; এবং তনি অ্যাডভেন্টজিমরে বরিদ্ধে তরিস্কারটকি়ে ব্ৰগাকার বন্ধনীতে রখে অ্যাডভেন্টজিমরে প্ৰসঙগটকি়ে বিশেষভাবে জোর দযিছেন।

যারা নজিদেদরে ঈশ্বররে সন্তান বলে দাবিকিরে, তাদরে মধ্যে কত কম ধরৈয প্ৰকাশ পয়েছে, কত তকিত কথা বলা হযছে, আমাদরে বশ্বাসরে নয় এমন লোকদরে বরিদ্ধে কত নিন্দা উচচারতি হযছে। অনকেই অন্য গরিজার লোকদরে মহাপাপী বলে মনে করছে, অথচ প্ৰভু তাদরে এভাবে দখেনে না। যারা অন্য গরিজার সদস্যদরে এভাবে দখে, তাদরে উচতি ঈশ্বররে পরাক্‌রমশালী হাতরে নীচে নজিদেদরে নম্‌র করা। যাদরে তারা দোষারোপ করে, তারা হযতো অল্প আলো, অল্প সুযোগ ও সুবধি পয়েছে। যদি তারা সইে আলো পতে, যা আমাদরে গরিজাগুলোর বহু সদস্য পয়েছে, তবে তারা অনকে বশ্বি দ্রুত অগ্‌রসর হতে পারত এবং পৃথবীর সামনে তাদরে বশ্বাসকে আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারত। যারা তাদরে আলো নযি়ে গ্ৰব করে, তবু তাতে চলতে ব্‌যর্থ হয, তাদরে সম্প্ৰক্‌ খ্ৰিষ্টি বলনে, 'কনিতু আমি তোমাদরে বলছি, বিচাররে দনি টাইর ও সদিোনরে পক্‌ষে তোমাদরে চয়ে সহনীয় হবো। আর তুমি, কাফরনাহুম [সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টসিটরা, যারা অনকে আলো পয়েছে], য়ে [বশ্বিষোধকিররে বিচারে] স্বব্ৰগ

পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে, তুমি নিরকো নামিয়ে আনা হবে; কারণ তোমার মধ্যে যে পরাক্রমশালী কাজগুলো হয়েছে, যদি সেগুলো সদোমে করা হত, তবে তা আজ পর্যন্ত টিকে থাকত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে সদোম দেশের পক্ষে তোমার চেয়ে তা আরও সহনীয় হবে।' সেই সময় যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, 'হে পতি, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি এই বিষয়গুলো জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের [নজিদের ধারণায়] কাছ থেকে লুকিয়েছে এবং সেগুলো শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছে।'

"আর এখন, তোমরা এই সব কাজ করছে বলে, প্রভু বলেন, আমি ভোরে উঠে তোমাদের সঙ্গকে কথা বলছিলাম, কিন্তু তোমরা শোনােনি; আমি তোমাদের ডেকেছিলাম, কিন্তু তোমরা সাড়া দাওনি; সুতরাং আমি এই গৃহের সঙ্গকে তেমনই করব—যা আমার নামে ডাকা হয় এবং যার উপর তোমরা ভরসা কর—এবং সেই স্থানের সঙ্গকেও, যা আমি তোমাদের ও তোমাদের পতিপুরুষদের দিয়েছিলাম, যখন আমি শিলোহের সঙ্গকে করছি। আর আমি তোমাদের আমার চোখের সামনে থেকে বহিস্কার করব, যখন আমি তোমাদের সমস্ত সহোদরদের—এমনকি এফ্রাইমের সমগ্র বংশকে—বহিস্কার করছি।" Review and Herald, ১ আগস্ট, ১৮৯৩.

অ্যাডভেন্টবাদে মধ্যে যে 'মহৎ কার্য' সম্পন্ন হয়েছিল, তা-ই ছিল সেই কাজ, যা ধার্মিক পুরুষ ও নবীগণ দেখতে ও শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেই মহৎ কার্যসমূহ ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালের ইতিহাসে প্রতীক্ষিত হয়েছিল, যখন 'মধ্যরাত্রির আহ্বান' বার্তা প্রচারিত হয়েছিল। অ্যাডভেন্টবাদ নজিদের ইতিহাস প্রত্যাখ্যান করেছে, বিশেষ করে ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালের ইতিহাস। একটি ইতিহাস, যা হতাশা দিয়ে শুরু হয়ে হতাশাতই শেষ হয়, এবং এমন একটি ইতিহাস, যা তাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি পৃথিবীতে প্রবেশের পথে পরিচালিত করার জন্য ছিল।

পথের শুরুতে তাদের পছন্দে একটি উজ্জ্বল আলো স্থাপিত ছিল, যা সম্পর্কে একজন স্বর্গদূত আমাকে বলেছিলেন যে সেটাই ছিল 'মধ্যরাত্রির আহ্বান'। এই আলোট পুরো পথজুড়ে জ্বলছিল এবং তাদের পায়ের সামনে আলো দিচ্ছিল, যাতা তারা হোঁচট না খায়।

"যদি তারা তাদের দৃষ্টি যীশুর উপর স্থির রাখত, যনি তাদের ঠিক সামনে ছিলেন এবং তাদেরকে শহরের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাহলে তারা নরিপদ ছিল। কিন্তু শগিগরিই কটে কটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, এবং বলল যে শহরটি বিহুদুরে, এবং তারা ভবেছিল এর আগেই তারা সেখানে প্রবেশ করবে। তখন যীশু তাঁর মহিমাময় ডান বাহু উঁচু করে তাদের উৎসাহ দতিনে, এবং তাঁর বাহু থেকে একটি আলো বেরিয়ে আসত, যা অ্যাডভেন্ট দলের ওপর ঢেউয়ের মতো ছেয়ে যেতে, আর তারা চিকিৎসা করে বলত, 'হাললুয়া!' অন্তরা অববিচেকভাবে তাদের পছন্দে আলোটিকে অস্বীকার করল, এবং বলল যে এতদূর তাদেরকে ঈশ্বরই নিয়ে আসেননি। তাদের পছন্দে আলোট নিভে গেলে, ফলে তাদের পায়ের নীচে সম্পূর্ণ অন্ধকার নামে এলো, আর তারা হোঁচট খলে এবং লক্ষ্যচহিন ও যীশুকে দৃষ্টির বাইরে হারাল, এবং পথ থেকে নিচেরে অন্ধকার ও দুষ্টি জগতে পড়ে গেলে।" আর্ল রাইটিংস, ১৫।

যহিদা গোট্রের সংহ এখন যে বিষয়টির মোহার খুলছেন, তা হলো ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালের ইতিহাস। "সাত বজ্রধ্বনি" ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালকে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সেই সময়কালটিতে এমন এক বিশেষ ইতিহাস রয়েছে, যা চুক্তির ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই প্রবচতিরতি হয়ে এসছে। প্রতটি সংস্কার আন্দোলন একে অপররে সমান্তরাল, এবং অভিন্ন পথচহিন ধারণ করে। যদি তারা একে অপররে থেকে ভিন্ন হতো, তবে শয়তান

প্রত্যকে সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আলাদা আক্রমণ-পরিকল্পনা সাজাত, কিন্তু সে কখনোই তা করে না।

"কিন্তু শয়তান নষ্টক্রমি ছিল না। এবার সে সেই কাজেই চেষ্টা করল, যা সে অন্যান্য সব সংস্কার আন্দোলনে করতে চেয়েছে—প্রকৃত কাজে পরিবর্তিত তাদরে হাতে একটা নকল ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে প্রতারণা ও ধ্বংস করা। যমেন খ্রিস্টীয় গরিজার প্রথম শতকে মথিয়া খ্রিস্টরা ছিল, তমেন ষোড়শ শতকে মথিয়া নবীদেরও উত্থান ঘটছিল।" দ্য গ্রুটে কন্ট্রোভার্সি, ১৮৬।

আমরা যে সার্বকি বার্তা ভাগ করছি তার প্রক্ষেপিত এই অংশে মূল কথা হলো, অ্যাডভেন্টজিম যখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদে পরম্পরা বজায় রাখা বন্ধ করল এবং ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরে তা তাদরে কাছ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া হলো, তখনও তারা দাবি করে যে তারা সেই অবশিষ্ট আন্দোলন, যারা তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বান প্রচার করে। তবুও তারা জাল প্রতারণা। এখন কোন আন্দোলন প্রোটেস্ট্যান্টবাদে শিঁটি ধারণ করছে তা আপনাকে চিনিত না পারেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের দুই শিঁয়ের মধ্যকার সমান্তরালটি বোঝা কার্যত অসম্ভব।

১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ইতিহাস প্রত্যকে সংস্কার আন্দোলনে প্রতিলিপি হয়েছে, এবং আমরা এখন আধুনিক ইস্রায়েলের ক্ষেত্রেও একই বিষয়টি দেখতে পাই। ইস্রায়েলের ঈশ্বর-নির্বাচনিত জাতি হিসেবে সূচনা এবং ঈশ্বর-নির্বাচনিত জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের সমাপ্তিকে ব্যবহার করব, যখন প্রতিনি সংস্কার আন্দোলনের ধারায় প্রতিলিপি ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মোশি ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন যে প্রভু মোশির মতো একজন নবী উত্থাপন করবেন, এবং সেই নবী ছিলেন যীশু। প্রেরিতদের কাজ গ্রন্থে লুক নিশ্চিত করেন যে যীশু মোশির ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছেন।

প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমারই মধ্য থেকে, তোমার ভাইদের মধ্য হতে, আমার মতো একজন নবী তোমার জন্ম উত্থাপন করবেন; তোমরা তাঁর কথা শুনবে। ব্যবস্থাবিরণী ১৮:১৫।

যীশুই সেই নবী, যাঁর কথা আমাদের শুনতে হবে।

কারণ মোশি সত্যি পতিপুরুষদের বলছিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার অনুরূপ একজন নবী তোমাদের জন্ম উত্থাপন করবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, সেই সব বিষয়ে তোমরা তাঁর কথা শুনবে।' এবং এটা ঘটবে যে, যে প্রত্যকে ব্যক্তি সেই নবীর কথা শুনবে না, সে জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ হবে। হ্যাঁ, এবং শমূয়েল থেকে শুরু করে পরে যারা এসেছে, যত নবী কথা বলছেন, তারাও একইভাবে এই দিনগুলোর বিষয়ে পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তোমরাই নবীদের সন্তান, এবং সেই চুক্তিরও অংশীদার, যা ঈশ্বর আমাদের পতিপুরুষদের সঙ্গে করেছিলেন—আব্রাহামকে বলে, 'আর তোমার বংশে পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।' ঈশ্বর প্রথমতঃ তোমাদেরই জন্ম তাঁর পুত্র যীশুকে উত্থাপন করে তাঁকে পাঠিয়েছেন তোমাদের আশীর্বাদ করতে, যেন তিনি তোমাদের প্রত্যকে নজি নজি অধর্ম থেকে ফরিয়ে আনেন। প্রেরিতদের কার্য ৩:২২-২৬।

খ্রিস্টের সংস্কারের রথোঁচি, অন্য সব সংস্কারের রথের মতোই, 'শেষ সময়' শুরু হয়। খ্রিস্টের দনিগুলিতে 'শেষ সময়' ছিল তাঁর জন্ম। শাস্ত্র জানায় যে তাঁর জন্মকালে জুডোঁনরে বৃদ্ধি ঘটছিল, যা দানযিলেরে পুস্তকে 'শেষ সময়'-এর সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূরণ। তিনি যখন জন্মালনে, তখন মেষপালকরো, পূর্বদেশীয় জুডোঁনীরা, কবুদ্ব হরোঁদ, কবিা মন্দরিরে আন্না ও শমিয়োঁন—সবার মধ্যহেঁ জুডোঁনরে বৃদ্ধি দেখোঁ গলে। সেই সময় ইহুদি মণ্ডলীর নতুঁত্ব উপকেষতি হলোঁ। এই বচিছদেঁটি ধাপে ধাপে ঘটছিল, কনিতু শুরু হয়ছিল 'শেষ সময়' উন্মোঁচতি বার্তাটি তারোঁ প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দযিে।

মানুষ তা জানোঁ না, কনিতু এই সংবাদ স্ববর্গকে উল্লাসে পূরণ করে। আরও গভীর ও কোঁমল আগ্রহে আলোঁর জগতরে পবতিঁর সত্তারা পৃথিবীর দকিে আকৃষ্ট হন। তাঁর উপস্থতিতে সমগ্র বশিব আরও উজ্জ্বল। বথেলহেমেরে পাহাড়গুলোঁর ওপর অগণতি স্ববর্গদূত সমবতে হয়ছে। তারা বশিবরে কাছে শুভ সংবাদ ঘোঁষণা করার সংকতেরে জন্য অপকেষা করছে। ইসরাযলেরে নতোরোঁ যদি তাঁদেরে অর্পতি দায়তিবরে প্রত বশিবসূত থাকতনে, তবে তারা যীশুর জন্মরে ঘোঁষণা করার আনন্দে অংশ নতিে পারতনে। কনিতু এখন তারা উপকেষতি হয়ছে। যুগরে আকাঙ্কষা, ৪৭।

অ্যাডভেন্টবাদরে নতুঁতবকে ১৯৮৯ সালে পাশ কাটযিে যাওয়া হয়ছিল, যখন দানযিলে ১১:৪০ পূরণ হয়ছিল। মোঁশরি ইতিহাসে, যনি যিশুর প্রতরূপ ছিলনে, "শেষ সময়" ছিল তাঁর জন্ম; সেই সময়ে তাঁর পরবিার এবং পরে ফরোঁউনরে কন্যা শশি মোঁশরি সম্পর্কে অধিকি জুডোঁন লাভ করছিলনে। তাঁর নামরে অর্থ অবশ্যই "জল থেকে উদ্ধারকৃত", আর "যশি" অর্থ "যহিোঁবা উদ্ধার করনে।"

'শেষ সময়'-এর পর, সমস্ত সংস্কার-রথোঁ এমন একটি মুহূর্ত দেখোঁ যখন সেই নরিদষ্টি ইতিহাসে বৃদ্ধি পাওয়া জুডোঁন একটি বার্তায় আনুষ্টানকিভাবে রূপান্তরতি হয়, যা 'শেষ সময়'-এ উন্মোঁচতি আলোঁর জন্য জবাবদহিঁ করতে হবে এমন প্রজন্মরে কাছে সাক্ষরূপে তুলে ধরোঁ যতে পারোঁ।

বাপ্তসিমদাতা যোঁহন খ্রিস্টেরে বার্তাকে আনুষ্টানকি রূপ দযিছিলনে, আর মোঁশরি বার্তা তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে আনুষ্টানকি রূপ পযেছিল, যখন তিনি নিজরে শক্ততিে মশির থেকে ইসরাযলকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছিলনে। মশির থেকে মুক্তরি বার্তাটি এখন সর্বজনীন নথতিে স্থান পলে।

চল্লিশ বছর পরে জুবলন্ত বোঁপে মোঁশরি বার্তা শক্তপিঁরাপ্ত হয়ছিল এবং তা ঈশ্বররে ঐশ্বরকিতার দুইটি নিদির্শনেরে সঙ্গে ছিল—একটি দিণ্ড যা সাপে পরণিত হয়ছিল এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সেই হাত, যা মোঁশি তাঁর বুক থেকে বরে করছিলনে। যীশুর বার্তা তাঁর বাপ্তসিমে শক্তপিঁরাপ্ত হয়ছিল, যা দুইটি ঐশ্বরকি চহিনরে সঙ্গে ছিল—পতিার কণ্ঠস্বর এবং পবতিঁর আত্মা। উভয় ইতিহাসে পরবর্তী মাইলফলকটি প্রথম হতাশা, বলিম্বরে সময়, দ্বিতীয় স্ববর্গদূতরে আগমন বা ১৮৪৩ সালকে নরিদশে করে।

মোঁশরি ইতিহাসে যোঁ হতাশা, তা তাঁর স্তরী উদাহরণস্বরূপ দেখিছিলনে, যখন স্ববর্গদূত তাঁর পুতররে খতনা না করানোর জন্য মোঁশকিে হত্যা করতে অবতীর্ণ হয়ছিলনে। ভয়ে সপিঁপোঁরা নিজহেঁ তাঁদেরে পুতররে ওপর খতনার আচারটি সম্পন্ন করলনে। মোঁশি তাঁর পুতরকে খতনা করাতলে ভুলে গযিছিলনে! আব্রাহামকে যোঁ চুক্তরি চহিনটি দেওয়া হয়ছিল, ঠকি সটেহি মোঁশি ভুলে গযিছিলনে। পতিঁপুরুষ আব্রাহাম ইব্রীয়দেরে মসিরে দাসত্ব এবং সখোন থেকে মুক্তরি ভবষিদ্বাণী করছিলনে, এবং সেই ভবষিদ্বাণীটি বিশিষেভাবে মোঁশরি মাধ্যমে

পূরণ হওয়ার কথা ছিল, অথচ মৌশা তাঁর পুত্রকে খতনা করাতে ভুলে গেলেন। তখন মৌশা সপ্তিপোরাকে মুক্তি-পর্ব শবে না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পতির কাছে ফরি গিয়ে থাকতে পাঠালেন। তিনি মদিয়ানে অপেক্ষা করলেন, যতক্ষণ না মৌশা ইস্রায়লের সন্তানদের লাল সাগরের জলরে মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব দলিলেন; এ বিষয়ে প্রেরিত পৌল আমাদের জানান যে তা বাপ্তস্মিরে প্রতরূপ, আর বাপ্তস্মিই খতনার স্থলাভিষিক্ত আচার। এই বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না। মৌশার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্বকারী যে মাইলফলক এসে পৌঁছাল, যে মাইলফলকটি সেই ইতিহাসে প্রথম হতাশা সৃষ্টি করে, তা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে আব্রাহামের চুক্তিমূলক সম্পর্কের মূল বধিানটির প্রত্যাখ্যান।

খ্রিস্টের জীবনের ধারায় প্রথম হতাশা ছিল লাজারুসের মৃত্যু; যিশু যদি এতটা দরেনা করতেন যে লাজারুস ইতিমধ্যে চার দিন ধরে মৃত ছিল, তবে এমনটা ঘটত না—মার্থা ও মেরি এ বিষয়ে নশ্চিতি ছিলেন। যিশু তাঁর ঘনষ্টি বন্ধু লাজারুসকে মরতে দেওয়া এবং কবরের মধ্যে পচে যেতে দেওয়ার এই হতাশা ছিল ভীষণ—শুধু দুই বোনেরই নয়, শষিদেরও। তবু লাজারুসের পুনরুত্থানই খ্রিস্টের সমগ্র সবোকরমের সীলমোহর হয়ে উঠল।

খ্রিস্ট লাজারুসের কাছে আসতে দেরি করছিলেন, কারণ যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি তাদের প্রত্যাখ্যানের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অপেক্ষা করলেন, যাত্রে মৃতদের মধ্যে থেকে লাজারুসকে জীবিত করে তিনিতার একগুঁয়ে, অবশ্বাসী জাতিকে আরকেটা প্রমাণ দিতে পারেন যে তিনি সত্যিই 'পুনরুত্থান ও জীবন'। ইস্রায়লের গৃহের দরদির, পথভ্রষ্ট ভেড়া—এই জনগণের প্রত্যাখ্যানের আশা ত্যাগ করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। তাদের অনুতাপহীনতার কারণে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। তাঁর করুণায় তিনি সংকল্প করছিলেন তাদের আরকেটা প্রমাণ দিতে যে তিনি হলেন পুনরুদ্বারকারী, তিনিই একমাত্র যিনি জীবন ও অমরত্বকে প্রকাশ্যে আনতে পারেন। এটা এমন এক প্রমাণ হওয়ার কথা ছিল, যা যাজকরা ভুল ব্যাখ্যা করতে পারত না। বথোনতি যেতে তাঁর বলিম্বরে এটাই ছিল কারণ। এই চূড়ান্ত অলৌকিক কাজ, অর্থাৎ লাজারুসকে জীবিত করা, তাঁর কাজের উপর এবং তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবির উপর ঈশ্বরের সীলমোহর বসানোর জন্যই ছিল। দ্য ডিজায়ার অব এজসে, ৫২৯।

ঈশ্বরের এক লক্ষ্য চুয়াল্লিশ হাজারের সলিমোহর দেওয়ার বিষয়টি ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালের ইতিহাসে চিত্রিত হয়েছে, কারণ আমরা জানতে পারি যে বজিযী প্রবশেরে সময় জেরুজালমে খ্রিস্টকে নিয়ে প্রবশে করিয়েছিলেন লায়ারুসই। বজিযী প্রবশেরে ইতিহাসটাই সিস্টার হোয়াইট ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালের মধ্যরাত্রে আহ্বান চিত্রিত করতে ব্যবহার করছেন। এটা ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা মৃতদের পুনরুত্থতি করার ক্ষমতা খ্রিস্টের আছে—এই বিষয়ে এক ভুল-বোঝাবুঝি মেরি ও এলজিবথে স্বীকার করছিলেন যে তারা জানতেন, শেষে ত্বরূপনতি যিশুর লায়ারুসকে পুনরুত্থতি করার ক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু তখনই এবং সখোনই তিনি লায়ারুসকে পুনরুত্থতি করতে সক্ষম—এ কথা তারা বুঝতে পারেননি। তাঁর বাপ্তস্মি ও মৃত্যুর মাধ্যমে—যা তাঁর ব্যক্তিগত সাড়ে তিনি বছরে সবোকরমের শুরু ও সমাপ্তি—যে সত্য প্রদর্শন করতে তিনি এসেছিলেন, সেই সত্যটিকেই তারা অস্বীকার করছিলেন। সমাধির পাথর সরানো না হওয়া পর্যন্ত তারা তা দেখতে পারেননি; যমেন ১৮৪৩ সালের চার্টেরে কিছু সংখ্যায় থাকা একটা ভুলেরে ওপর থেকে পরে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া হবে।

ফরোউনের সঙ্গে আসন্ন সংঘাত থেকে সপ্তিপোরাকে দূরে পাঠানোর পর, মৌশারি সঙ্গে তাঁর জুষ্টেই হারুনরে দেখা হয়, এবং দুই বার্তাবাহক দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতিনিধিরূপে মশিরেরে উদ্দেশে রওনা হলেন। মশিরেরে উপর কোনো বপিদ নমে আসার

আগেই মোশা ফিরোউনকে সতর্ক করছিলেন যে, যদি তিনি ঈশ্বরের প্রথমজাত ইস্রায়েলকে বেরিয়ে গিয়ে উপাসনা করতে না দেন, তবে ঈশ্বরের মশিরের প্রথমজাতদের হত্যা করবেন।

আর প্রভু মোশাকি বললেন, যখন তুমি মশিরে ফিরে যাবে, তখন দেখে যেন আমিতোমার হাতে যে সব আশ্চর্যকর্ম দিচ্ছে, সেগুলো তুমি ফিরোউনের সামনে সবই করো; কিন্তু আমিতার হৃদয় কঠিন করব, যাতে সে লোকদের যেতে না দিয়ে। আর তুমি ফিরোউনকে বলবে, 'প্রভু এ কথা বলেন: ইস্রায়েলে আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। আর আমি তোমাকে বলছি, আমার পুত্রকে যেতে দাও, যাতে সে আমার সেবা করে; কিন্তু যদি তুমি তাকে যেতে দিতে অস্বীকার কর, তবে দেখে, আমিতোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকেই, হত্যা করব।' নরিগমন ৪:২১-২৩।

'দ্য মডিনাইট ক্রাই' ছিল এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা ভবিষ্যতে পূরণ হবে।

মসির থেকে ইস্রায়েলের মুক্তির সময়, প্রথমজাতের উৎসর্গ আবার আদেশ করা হয়েছিল। ইস্রায়েলের সন্তানরা যখন মসিরীয়দের দাসতবে ছিল, তখন প্রভু মোশাকি নরিদশে দলিলে যেন তিনি মসিরের রাজা ফিরোউনের কাছে গিয়ে বলেন, 'প্রভু এভাবে বলেন, ইস্রায়েলে আমার পুত্র, অর্থাৎ আমার প্রথমজাত; আর আমি তোমাকে বলছি, আমার পুত্রকে যেতে দাও, যাতে সে আমাকে সেবা করে; আর যদি তুমি তাকে যেতে দিতে অস্বীকার কর, তবে দেখো, আমিতোমার পুত্রকে, এমনকি তোমার প্রথমজাতকে, হত্যা করব।' নরিগমন ৪:২২, ২৩।

"মোশা তাঁর বার্তা জানালেন; কিন্তু গর্ভি রাজার উত্তর ছিল, 'কে প্রভু, যে আমিতার বাক্য মান্য করে ইস্রায়েলকে যেতে দেবে? আমি প্রভুকে চিনি না; ইস্রায়েলকেও যেতে দেবে না।' Exodus 5:2. প্রভু চহিন ও আশ্চর্য-কর্মের মাধ্যমে তাঁর জাতির হয়ে কাজ করলেন, ফারাওয়ের উপর ভয়াবহ বিচারসমূহ পাঠালেন। অবশেষে বিধ্বংসী স্বর্গদূতকে আদেশ দেওয়া হল মসিরীয়দের মধ্যে মানুষ ও পশুর প্রথমজাতদের হত্যা করতে। ইস্রায়েলীয়রা যাতে রক্ষা পায়, তাদের নরিদশে দেওয়া হয়েছিল যে তারা তাদের দরজার খুঁটিতে বধি মেষশাবকের রক্ত লেপন করবে। প্রত্যেকে ঘরে চহিন দিতে বলা হয়েছিল, যাতে মৃত্যুর মশিনে সেই স্বর্গদূত যখন এলে, সে ইস্রায়েলীয়দের ঘরগুলো অতিক্রম করে যায়।" The Desire of Ages, 51.

ফারাওকে দেওয়া মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তাটি ছিল ফারাওয়ের বদ্রোহের পরতকিরিয়াস্বরূপ জ্যেষ্ঠসন্তানদের মৃত্যুর ঘোষণা। বার্তাটি লিপিবদ্ধ করা মাত্র, ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে মধ্যরাত্রির ডাকার শক্তিকে প্রতিনিধিত্বকারী বপিদসমূহ মশিরের উপর নামে এলো। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তা জলোচ্ছ্বাসের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। বপিদসমূহ মশির জুড়ে বয়ে গেলে, এবং যখন জ্যেষ্ঠসন্তানদের প্রতিনিধিত্ব মৃত্যু ঘটল, তখন সমগ্র মশিরে মধ্যরাত্রে এক আর্তচিৎকার শোনা গেল।

মোশা বললেন, 'প্রভু এইরূপ বলেন: প্রায় মধ্যরাত্রে আমি মশিরের মধ্যভাগে যাব; এবং মশির দেশের সমস্ত প্রথমজাতের মৃত্যু হবে—তার সংহাসনে বসা ফিরোউনের প্রথমজাত থেকে শুরু করে চাকরি পছন্দে থাকা দাসীর প্রথমজাত পর্যন্ত; এবং সকল পশুর প্রথমজাতও। আর সমগ্র মশির দেশে এক মহা আর্তনাদ হবে—যেমন আগে কখনও হয়নি, আর কখনও আর হবে না।' নরিগমন ১১:৪-৬।

খ্রিস্টের জন্মের আগে বর্জিয়া পুরবেশে ক্যালভারির ক্রুশের দিকে নিয়ে গেলে, এবং খ্রিস্টের শিষ্যরা ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীরা এক মহা হতাশার অভিজ্ঞতা করেছিলেন।



তখন দাউদ আবার সন্দিদুকটী যিরীশালমে আনতে উদ্যোগ নলিনে। দাউদ নাচতে নাচতে যিরীশালমে প্রবশে করলে, তার স্ত্রী তাঁর নগ্নতা দেখে ভীষণ হতাশ হলেনে।

সংস্কারমূলক আন্দোলনের তনিটী ধারা, যা সকলই ১৮৪৩ ও ১৮৪৪-কে লক্ষ্য করে—সে সময়কাল, যটী ধার্মিক পুরুষরো ও নবীরা দেখতে ও শুনতে আকাঙ্ক্ষা করছেলিনে। দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে আগমনরে লক্ষণসমূহ—যা অপেক্ষার সময় ও হতাশাকে নির্দেশে করে—সহজেই দেখো যায়। গভীরতর সত্য প্রকাশ করে যে ঐ হতাশা কেবল মুসা, উজ্জা বা মারখা ও মরযিমরে কোনো ভুলবোঝাবুঝী ছিলি না; বরং তা ছিল এমন এক হতাশা, যা সেই ইতহিসরে সঙ্গে সম্পর্কতি এক মৌলিক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে যুক্ত—যে ইতহিসরে মধ্যযে ওই হতাশা সংঘটিত হয়ছিলি। মুসার ক্ষত্রে তা ছিল খতনার চহ্নি, উজ্জার ক্ষত্রে তা ছিল সন্দিদুক বশিযে ঈশ্বররে আদশে সম্পর্কে অবশিষ্য দুঃসাহস, আর মারখা ও মরযিমরে ক্ষত্রে তা ছিল খ্রিস্টরে পুনরুত্থান ঘটানোর সৃষ্টিশিক্তরি ওপর বশিষাসরে অভাব।

মোশরি ক্ষত্রে, তাঁর পরচিরযার কেন্দ্রীয় বশিষ ছিলি একটা নিরিবাচতি জাতরি সঙ্গে চুক্তিমূলক সম্পর্ক প্রতষ্টি করা, এবং মোশা সেই চুক্তরি চহ্নিটাই ভুলে গয়িছিলিনে। উজ্জার ক্ষত্রে, বশিষটি ছিলি ঈশ্বররে আইনরে পবতিরতার নীতি, যা চুক্তরি সন্দিদুকে প্রতীকাযতি ছিলি। মারখা ও মরযিমরে ক্ষত্রে, তা ছিল খ্রিস্টরে পরচিরযার কেন্দ্রবিন্দু—যা তাঁর বাপ্তসিম দিয়ে শুরু হয় এবং তাঁর মৃত্যু, সমাধিস্থকরণ ও পুনরুত্থানে পরণিতি লাভ করে—যার প্রতীক তাঁর পরচিরযার শুরুতেই দেখানো হয়ছিলি। যে সারণটি ইবক্কুকেরে ভবশিষদ্বাণীর পরপিরণতা ছিলি, সেই সারণরি কয়কেটি সংখ্যার ভুলরে কারণেই ১৮৪৩ সালরে প্রথম হতাশা ঘটছিলি। ওই ভুলটি মিলির আন্দোলনের প্রধান নীতির সঙ্গেই জড়তি ছিলি—‘এক দিন সমান এক বছর’ নীতি।

“সাতটি বিজরধ্বনি” ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালরে অ্যাডভেন্ট আন্দোলনকে প্রতনিধিত্ব করে, কনিতু সেই আন্দোলনের ভতরে ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৪ সালরে এমন এক ইতহিস রয়ছে, যা একটা হতাশা দিয়ে শুরু হয় এবং একটা হতাশা দিয়েই শেষে হয়; ফলে সেই ইতহিসরে উপর আলফা ও ওমগোর স্বাক্ষর বসে। আর সেই ইতহিসই সেই পবতির ইতহিস, যার দকিে যশিু ও এলনে হোয়াইট ইঙগতি করছেন, যা ধার্মকিরা সবসময়ই দেখতে আকাঙ্ক্ষা করছেন।

ওই চারটি ধারা—মুসা, দাউদ, খ্রিস্ট এবং মলিরাইটরা—শকিষা দেযে যে জগতরে শেষে যখন দশ কুমারীর দৃষ্টান্তরে পুনরাবৃত্তি হবে, তখন একটা ক্ষমতায়ন হবে—দ্বিতীয়টির নয়, বরং তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার—যার পর একটা হতাশা আসে, যা একটা প্রতীক্ষার সময়রে সূচনা করে।

১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রথম স্বর্গদূত অবতীরণ হলে, তা মলিরীয়দরে প্রধান ভবশিষদ্বাণীমূলক নীতিকে নিশ্চতি করছিলি, এবং তাদের প্রথম হতাশাও বশিষেভাবে সেই নীতির সঙ্গেই যুক্ত ছিলি। যখন সেই হতাশা ও অপেক্ষার সময়কাল মধ্যরাতররি আহ্বানে সমাপ্ত হলো, তখন সেই বার্তাটিও দিনরে জন্য বছর নীতির সঙ্গে সম্পর্কতি ছিলি; যমেন এই নিরিধারণও যে খ্রিস্ট ২২ অকটোবর, ১৮৪৪-এ আসবনে। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪-এর চারটি মাইলফলকই দিনরে জন্য বছর নীতির সঙ্গে সম্পর্কতি ছিলি।

ইহুদদিরে হাতে ঈশ্বররে আইন ন্যস্ত করা হয়ছিলি, এবং মোশরি ধারায় যে বশিষটি প্রতনিধিত্ব করে তা হলো ঈশ্বররে আইন ও বধিনসমূহ। দাউদরে ইতহিসেও বশিষটি আবার ঈশ্বররে আইনই ছিলি। খ্রিস্টরে ইতহিসেও তা ঈশ্বররে আইনই ছিলি, কারণ রকতপাত ব্যতীত সেই পাপরে ক্ষমা নেই, যা ঈশ্বররে আইন দ্বারা পাপীর কাছে প্রকাশতি হয়ছে। কনিতু অ্যাডভেন্টবাদকে শুধু ঈশ্বররে আইন নয়, ভবশিষদ্বাণীর বাক্যও ন্যস্ত করা হয়ছিলি।

অতএব, মলিরাইট ইতিহাসের ধারায় মূল বিষয় হলো ঈশ্বরকে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক নযিমাৰলি অ্যাডভেন্টজিমেৰে শেষে আবারও বিষয় হবো ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নযিমাৰলি, তবো ১৮৪৪ সাল থেকে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময় আর প্ৰযোজ্য নয়। শেষেৰে নযিমাৰলি 'আলফা ও ওমগো' শুরু থেকেই শেষকো দেখোয়—এমন ধারণার ওপৰ ভিত্তিকিরো।

ইসলামেৰে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক কার্যকলাপকো প্ৰতিনিধিত্বকারী দ্বিতীয় 'হায়'-এর পরপূর্ণতায উসমানীয় আধিপত্যেৰে অবসান ঘটলে, প্ৰকাশতি বাক্য ৯:১৫-এর তনিশ একানব্বই বছর ও পনরো দিনেৰে ভবষ্টিদ্বাণী পূর্ণ হলো এবং 'দিন-বর্ষ' নীতি, যা মলিারেৰে কাজেৰে একবোরে কনেন্দ্রবন্দিদু নশ্চিত্তি হলো।

যখন ইসলাম ২০০১ সালেৰে ১১ সেপ্টেম্বের আঘাত হানল, তখন প্ৰকাশতি বাক্য ৮:১৩ অনুযায়ী তৃতীয় 'হায়'-এর আগমন পূর্ণতা পলে, এবং ফডিচার ফর আমেরিকার কাজেৰে একবোরে মরমস্থ যো নীতি, তা নশ্চিত্তি হলো; সেই নীতি সংক্ষেপে, ইতিহাসেৰে পুনরাবৃত্তি। ইসলামকো প্ৰতিনিধিত্বকারী একটা 'হায়' তরীর ভবষ্টিদ্বাণী নশ্চিত্তি হয়ছিলি, যখন ১৮৪০ সালে প্ৰকাশতি বাক্য অধ্যায় ১০-এর স্বর্গদূত এবং ২০০১ সালে প্ৰকাশতি বাক্য অধ্যায় ১৮-এর স্বর্গদূত—উভয়েৰেই পূর্তি ঘটছিলি। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়ছিলি। এর পর যা প্ৰত্যাশতি, তা হলো একটা ইতাশা।

এই হতাশা একটা প্ৰতীক্ষার সময়েৰে সূচনা করবো। এই হতাশা কাজেৰে সাথে জড়তিদেৰে মনোবল ভেঙে দেবো এবং তাদেৰে ছত্রভঙগ করবো। এই হতাশা ঘটবো ভবষ্টিদ্বাণীর একটা মৌলিক বধি—আসলে অ্যাডভেন্টবাদেৰে সূচনালগ্নে প্ৰতিষ্ঠিত্তি ভবষ্টিদ্বাণীর প্ৰধান বধি—উপেক্ষা করার ফলে। ২০০১ সালেৰে ১১ সেপ্টেম্বেরে ক্ৰমতায়ন ইসলামেৰে সাথে সম্পর্কতি ছিলি এবং ২০২০ সালেৰে ১৮ জুলাইয়েৰে হতাশাও ইসলাম সম্পর্কতি ছিলি। আমাদেৰে জানানো হয়ছিলি যো স্যামুয়েলে স্নো এবং পরবর্তীকালে অন্যরা ১৮৪৪ সালেৰে ২২ অক্টোবর তারখিটি শিনাক্ত করতে পেরেছিলিনে এই কারণে যো প্ৰভু ১৮৪৩ সালেৰে চার্টেৰে কিছু সংখ্যার ভুলেৰে ওপৰ থেকে তাঁর হাত সরযিে নযিছিলিনে। তখন স্নো এবং মলিারবাদীরা দেখলনে যো যো একই প্ৰমাণ তাদেৰেকো তেইশশো বছরেৰে ভবষ্টিদ্বাণীর পরপূর্ণতার বছর হিসেবে ১৮৪৩ সাল পূর্বাভাস দতি উদ্বুদ্ধ করছিলি, সেই একই প্ৰমাণই তাদেৰেকো ১৮৪৪ সালেৰে ২২ অক্টোবর চহ্নতি করতে সক্ষম করছিলি।

"যশি এবং সমগ্র স্বর্গীয় বাহনী সহানুভূতি ও প্ৰমেভরে তাকালনে তাদেৰে দকি, যারা মধুর প্ৰত্যাশায় যাঁকো তাদেৰে আত্মা ভালোবাসত, সেই তাঁকো দেখোর জন্ম আকুল হয়ো অপেক্ষা করছিলি। স্বর্গদূতরো তাদেৰে চারদকিে মণ্ডরতি হচ্ছিলি, পরীক্ষার সময় তাদেৰে সমর্থন দেওয়ার জন্ম। যারা স্বর্গীয় বার্তাটি গ্রহণ করতে অবহলো করছিলি, তারা অনধকারে পড়ে রইল, এবং ঈশ্বরেৰে ক্ৰোধ তাদেৰে বন্দিধে প্ৰজ্বলতি হলো, কারণ স্বর্গ থেকে তনিযিে আলো তাদেৰে কাছো পাঠযিছিলিনে, তারা তা গ্রহণ করতে চায়নি। সেই বিশ্বস্ত, তবু হতাশ লোকরো, যারা বুঝতে পারছিলি না কনে তাদেৰে প্ৰভু এলনে না, তারা অনধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আবার ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কালগুলো খুঁজতে তাদেৰে বাইবেলেৰে দকিে পরচালতি করা হলো। হিসাবগুলোৰ উপর থেকে প্ৰভুর হাত সরযিে নেওয়া হলো, এবং ভুলটি স্পষ্ট হলো। তারা দেখল যো ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কালগুলো ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত বসিত্ত, এবং যো একই প্ৰমাণ তারা পশো করছিলি দেখাতে যো ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়কালগুলো ১৮৪৩ সালে শেষে হয়, সটেই প্ৰমাণ করল যো তা ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হবো। ঈশ্বরেৰে বাক্য থেকে আলো তাদেৰে অবস্থানেৰে ওপৰ উদ্ভাসতি হলো, এবং তারা এক বলিম্বরে সময় আবষ্কার করল—'যদত্তি এটি [দর্শন]

বলিম্ব করে, তবু তার জন্ম অপেক্ষা করো।' খ্রিস্টের তৎক্ষণাৎ আগমনের প্রতী  
তাদরে প্রমে, তারা দর্শনের বলিম্বকে উপেক্ষা করছিল, যা সত্যকারের  
অপেক্ষমাণদের প্রকাশ করার জন্ম নরিধারতি ছিল। আবার তাদরে কাছে একটি নিরিদিষ্টি  
সময় ছিল। তবু আমদিখেলাম, তাদরে অনেকেই তীব্র হতাশার উর্ধবে উঠতে পারনি, ফলে  
১৮৪৩ সালে তাদরে বশিাসকে যে মাত্রার উৎসাহ ও উদ্যম চহ্নিতি করছিল, তা আর  
অর্জন করতে পারনি।" Early Writings, ২৩৬, ২৩৭.

আমাদের আশা করা উচতি যে যে প্রমাণের ভিত্তিতে ২০২০ সালের ১৮ জুলাই ইসলাম  
যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ করবে—এমন ভবষিদ্বাণী করা হয়ছিল, তা নশ্চিতি করবে যে আসন্ন  
'সানডে ল'-এ যুক্তরাষ্ট্রের বরিদ্ধে আনা বচিার হলো ইসলাম; এবং ওই ঘটনার সঙ্গে সময়ের  
উপাদান আর যুক্ত থাকবে না।

১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত ইতিহাসে চারটি প্রধান মাইলফলক। প্রতীটি মাইলফলক  
মলিারের প্রধান নিয়ম—'এক দনি সমান এক বছর' নীতির প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কতি।

২০০১ সালের ইতিহাসে রববিারের আইন পর্যন্ত চারটি প্রধান মাইলফলক। ২০০১ সালের ১১  
সেপ্টেম্বের ছিল ইসলাম সম্পর্কে। ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের ব্যর্থ ভবষিদ্বাণীও ছিল  
ইসলাম সম্পর্কে। প্রতীটি মাইলফলক যুক্ত রয়েছে ফাউচার ফর আমেরিকার প্রধান নীতির  
প্রয়োগের সঙ্গে—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। "সাতটি বজ্রধ্বনি" ভবষিদ্বতের ঘটনাবলিকে  
উপস্থাপন করে, যা তাদরে ক্রমানুসারে প্রকাশতি হবে। চারটি মাইলফলকের প্রথমটি ছিল  
২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের, যা তৃতীয় হায়ের পরপির্তিতে ইসলামের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের  
ওপর আক্রমণকে চহ্নিতি করছিল। আমাদের ইতিহাসে রববিারের আইনকে উপস্থাপনকারী  
শেষে মাইলফলকটি ইসলামের বিষয়ে হতে হবে, কারণ আলফা ও ওমগো সর্বদা শুরু থেকেই  
শেষকে প্রদর্শন করেন, এবং আলফা ও ওমগো তনিহি, যনি এই ইতিহাসের জন্ম "সাতটি  
বজ্রধ্বনি" মেরবদ্ধ করছিলনে। রববিারের আইনকালে ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের ওপর  
আক্রমণ করবে।

এটি সাত বজ্রধ্বনির সীলমের খোলার তনিটি প্রধান উপাদানের একটি, যা এখন  
উন্মোচতি হচ্ছে। মেরশে যখন তাঁর ইতিহাসের ধারায় মধ্যরাত্রির ডাকার প্রতিরূপ হিসেবে  
সেই বার্তাটি ঘেরষণা করলনে, তখন চূড়ান্ত পদক্ষেপগুলোে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গলে। দশটি  
অতপিরাকৃত বধিবংসী মহামারী নমে এলো; আর প্রথমজাতদের বিষয়ে ভবষিদ্বাণীটি পূর্ণ  
হলে মশিরে মধ্যরাত্রিতে আরতচঙ্কিার উঠল। খ্রিস্ট যখন যরিশালমে প্রবশে করলনে, তখন  
থেকেই ক্রুশের পথে দ্রুত পদক্ষেপগুলোে শুরু হয়ে গলে। বার্তাটি ঘেরষণা করা মাত্র আর  
পছি ফরের কোনো পথ ছিল না। ১৮৪৪ সালের ১২ আগস্ট এক্সটোর ক্যাম্প সভা থেকে শুরু  
করে, দু'মাসও পূর্ণ হওয়ার আগই সেই ভবষিদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল।

আর প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তনি বিললনে, হে মানবপুত্র, ইস্রায়লের দেশে  
তেরমাদের যে প্রবাদ আছে, তা কী, যা বলে, 'দনিগুলোে দীর্ঘায়তি হচ্ছে, আর প্রতযকে  
দর্শন ব্যর্থ হয়'? সুতরাং তাদরে বল, প্রভু ঈশ্বের এ কথা বলেন: আমি এই প্রবাদটিকে  
নবিত্ত করব, এবং তারা আর ইস্রায়লে এটিকে প্রবাদরূপে ব্যবহার করবে না; বরং তাদরে  
বল, দনিগুলোে নকিটে, এবং প্রতযকে দর্শনের পরিণামও। কারণ ইস্রায়লের গৃহের মধ্য  
আর কোনো নরির্থক দর্শন বা চাটুকারতিপূর্ণ জাদুবদিয়া থাকবে না। কারণ আমি প্রভু:  
আমি কিথা বলব, এবং আমি যে বাক্য বলব তা সদিধ হবে; তা আর বলিম্বতি হবে না: কনেনা  
তেরমাদের দনিই, হে বদিরহী গৃহ, আমি বাক্য বলব এবং তা কার্যকর করব, প্রভু  
ঈশ্বরের উক্তি। আবার প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তনি বিললনে, হে মানবপুত্র, দেখে,

ইস্রায়লেরে গৃহরে লোকরো বলরে, 'সে যরে দর্শন দখে, তা বহু দিনরে পররে জনু, এবং সে দূর দিনরে বসিয়ে ভবষিদ্বাণী করে।' অতএব তাদরে বল, প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলনে: আমার কোনো বাক্য আর বলিম্বতি হবে না; কিন্তু আমি যি বাক্য বলছে তা সম্পন্ন হবে, প্রভু ঈশ্বরেরে উক্তি ইজকেয়িলে ১২:২১-২৮।